দুর্নীতি ও উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে

— মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার

ভূমিকা

বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের জন্য দুর্নীতি আজ অন্যতম প্রধান সমস্যা ও হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। উন্নত, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত সকল সমাজেই দুর্নীতির সংক্রমন ঘটেছে, যদিও সমাজ ও রাষ্ট্রভেদে দুর্নীতির মাত্রা ও কার্যকারিতায় রয়েছে উল্লেখযোগ্য তারতম্য। বিশ্বব্যাপী আজ দুর্নীতি প্রতিরোধের ওপরে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে এবং প্রশাসনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি হ্রাস করার জন্য নানা রকম পরীক্ষামূলক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।[১]

বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের সমাজ, প্রশাসন ও রাজনীতি যখন দুর্নীতির সংক্রমণে আক্রান্ত, তখন একশ্রেণীর দুর্নীতি বিশেষজ্ঞরা দুর্নীতিকে উন্নয়নের সহায়ক শক্তিরূপে ব্যাখ্যা করছেন। দুর্নীতির সনাতনী ধারণার এ সংশোধনবাদীরা দুর্নীতির মাত্রাবৃদ্ধিতে শংকিত নন। বরং এঁদের মতে উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।[২] অনেক সমাজবিজ্ঞানী এ গ্রুপের চিন্তাবিদদেরকে দুর্নীতির পূণঃমূল্যায়নকারী গ্রুপ বা দুর্নীতির সংশোধনবাদী গ্রুপ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

দুর্নীতির সর্বজন গ্রহণীয় সংজ্ঞা দেয়া দুষ্কর। সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞান সাহিত্যে দুর্নীতির এমন সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর যা দুর্নীতির সকল স্বরূপ ও এলাকাকে অন্তর্ভূক্ত করতে পারে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমাজবিজ্ঞানী দুর্নীতির সংজ্ঞা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রাসঙ্গিকতার কারণে সে সব আলোচনায় না গিয়ে আমি সংক্ষেপে এ প্রসঙ্গে জে.এস.নাঈ এর সংজ্ঞাটি তুলে ধরতে আগ্রহী। তাঁর ব্যাখ্যায় দুর্নীতি এমন ব্যবহার যা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে কোন বিশেষ দায়িত্বে মনোনীত বা নির্বাচিত ব্যক্তিকে যথাযথ কর্ম সম্পাদন থেকে বিচ্যুত করে।[৩] নাঈ এর সংজ্ঞাটির প্রতি দুর্নীতি গবেষকদের অনেকেরই দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়, যদিও টেভফিক এফ. নাস এবং তাঁর সহযোগীরা আরো একপা এগিয়ে দুর্নীতির আরো বিস্তৃত একটা সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এঁরা সে কাজটিকেই দুর্নীতিযুক্ত বলে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সরকারী ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অবৈধ ব্যবহার করা হয়। মাইকেল জনষ্টন অবশ্য নাঈ এর সংজ্ঞার ওপরে গুরুত্বারোপ করলেও একে সংস্কৃতিগতভাবে পক্ষপাতমূলক বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁর নিজের দেয়া সংজ্ঞাতে তিনি দুর্নীতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সরকারী সম্পদ ও পদমর্যাদার অপব্যবহারকে বুঝিয়েছেন। জনষ্টনের সংজ্ঞার সাথে ভারত সরকারের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির রিপোর্টের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এ রিপোর্ট অনুযায়ী দুর্নীতি সরকারী অফিস অথবা কোন বিশেষ পদাসীন ব্যক্তির ক্ষমতা ও প্রভাবের অবৈধ এবং স্বার্থপ্রণোদিত চর্চাকে অন্তর্ভূক্ত করে।

উদ্দেশ্য

এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য হবে দুর্নীতিকে উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসাবে ব্যাখ্যাকারী সমাজবিজ্ঞানীদের যুক্তি বিশ্লেষণ করা এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গে দুর্নীতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক কার্যকারিতা পরীক্ষার মাধ্যমে এ সকল গবেষকদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা পরীক্ষা করা। দুর্নীতি বাংলাদেশের উন্নয়নকে সহায়তা করছে কিনা এ নিবন্ধে তা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

বাংলাদেশে দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বের দুর্নীতি গবেষকদের অনেকেই দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এঁদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের নাম আমি ইতিপূর্বে উল্লখ করেছি। বাংলাদেশের দুর্নীতির ইতিবাচক দিক সমাজবিজ্ঞানীদের লেখায় প্রাধান্য পায়নি। বাংলাদেশে মূলতঃ দুর্নীতি বিষয়টির ওপরে গবেষণা কাজ হয়েছে কম। যা দু'একটি গবেষণাকাজ চোখে পড়ে, সেগুলোতে দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকাকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়নি। এখানে আমরা বাংলাদেশে দুর্নীতির উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকা চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো।

দুর্নীতি সরকারী আমলাদের গুণগত মান উন্নয়নে সহায়ক

সরকারী পদের বেতন যদি একজন প্রতিভাসম্পন্ন লোকের সামাজিক মর্যাদা ও চাহিদার তুলনায় কম হয়, তাহলে সঙ্গত কারণেই যোগ্যতর প্রতিভাবানরা নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে কম বেতনের সরকারী চাকরিতে যোগদানের পরিবর্তে আকর্ষণীয় বেতনে বেসরকারী চাকরিতে যোগদানে উৎসাহিত হবেন। ফলে, সরকার, জনগন তথা জাতি বঞ্চিত হবে প্রতিভাবানদের সেবা থেকে। কিন্তু বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারী পদ, বেতন কম হওয়া সত্বেও, দুর্নীতির সুযোগ থাকার কারণে প্রতিভাবানদেরকে ধরে রাখতে সমর্থ হচ্ছে। ফলে, একদিকে জনগণ পাচ্ছেন প্রতিভাবান প্রশাসকের সেবা, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট চাকুরে, নির্দিষ্ট পদে বেতন কম হওয়া সত্বেও অবৈধ উপার্জনে তা পুষিয়ে নিচ্ছেন। কাজেই, কম বেতনের সরকারী পদগুলোতে যোগ্যতর লোক ধরে রাখতে হ'লে এ সকল পদগুলোতে দুর্নীতির সুযোগ রাখা দরকার। অন্যথায় এ সকল পদে স্থান নেবে অযোগ্য কর্মকর্তা ও প্রশাসক যাদের ভুল পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রশাসনিক জটিলতা ও অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়া মোটেও বিচিত্র নয়।

দুর্নীতি বেসরকারী মূলধন গঠনে ভূমিকা রাখে

বাংলাদেশের দুর্নীতি বেসরকারী মূলধন গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। দুর্নীতির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের যে কোন ধরনের উদ্যোগ ত্বরান্বিত হচ্ছে। ফলে, বিনিয়োজিত মূলধন মুনাফাযুক্ত হয়ে বেড়ে উঠছে। বর্ধিত মূলধন পুণঃবিনিয়োগের ব্যবস্থা নিয়ে আরো বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। এভাবে স্বল্প সময়ে দুর্নীতি অধিক মূলধন সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকার ওপরে গুরুত্বারোপকারীদের প্রথম সারির গবেষক জে. এস. নাঈও বেসরকারী মূলধন গঠনে দুর্নীতির ভূমিকার ওপরে আলোকপাত করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বর্ধিত বেসরকারী

মূলধন কোন একটা দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে মূল্যবান অবদান রাখে।

ঘুষ : ব্যবসায়ীদের অন্যতম অস্ত্র

অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আমলাতন্ত্রের সাধারণতঃ সহায়তা করারই কথা। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং লাল ফিতার দৌরাত্ম্য অধিকাংশ সময় আমলাদেরকে এ দায়িত্ব পালনে ধীর গতিসম্পন্ন করে তোলে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক নীতিমালা গ্রহণে আমলাতন্ত্র সরকারকে প্রভাবিত করতে পারে, যদিও অনেকক্ষেত্রেই আমলাতন্ত্রের মধ্যে এ দায়িত্ব পালনে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া লক্ষ্য করা যায় না। দুর্নীতি এ সবক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। বেসরকারী উদ্যোগের সফলতা এবং দ্রুততা অনেকাংশেই আমলাতান্ত্রিক সহায়তার ওপরে নির্ভরশীল। দুর্নীতি, বিশেষ করে ঘুষ, উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত এ সকল আমলাতান্ত্রিক সহায়তা পেতে সহায়ক ভূমিকা রাখে এবং উদ্যোক্তাদের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রকেই (বিশেষ করে লাইসেন্স পারমিট সংগ্রহ, ঋণ গ্রহণ, বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ প্রভৃতি) সহজ করে দেয়।[১২] অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—যেমন, কোন শিল্প উদ্যোক্তা যদি রাজধানী উন্নয়ন কর্পোরেশনে একটা বাণিজ্যিক প্লটের জন্য দরখাস্ত করে চুপচাপ বসে থাকেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট প্লট পাওয়া তার জন্য যেমন হতে পারে কষ্টকর, তেমনি হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন গৃহ নির্মাণ ঋণের আবেদন ব্যক্তিগত তদবীর ব্যতিরেকে মঞ্জুর করানোর ব্যাপারটিও কষ্টকর। বিনা তদবীরে এ ধরনের উদ্যোগ সফল হলেও তা হয় যথেষ্ট বিলম্বিত। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ঘুষের ব্যবহার এ সকল প্রাপ্তিকে অধিকাংশক্ষেত্রেই নিশ্চিত, ত্বরান্বিত ও সহজ করে দেয়।

দুর্নীতির বৃদ্ধি সামাজিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে সহায়ক

সকল এলাকায় দুর্নীতির বৃদ্ধি সামাজিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। শুধুমাত্র কোর্ট-কাছারী, পুলিশ অফিস, কাষ্টম অফিস এবং রেজিষ্ট্রি অফিসেই যদি দুর্নীতি সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে সমাজের অন্যান্য এলাকা ও শ্রেণীগুলোর মধ্যে বঞ্চনার মনোভাব গড়ে ওঠে। তার চেয়ে প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি তথা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুর্নীতির চর্চা হলে কোন একটা বিশেষ এলাকায় এ ধরনের বঞ্চনার মনোভাব গড়ে ওঠেনা। বরং সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি চর্চা সৃষ্টি করে এক ধরনের ভারসাম্য যা বিশেষ বিশেষ এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচীকে হতাশাগ্রস্থ করার পরিবর্তে ত্বরান্বিত করে। দুর্নীতির সুযোগ শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকলে এ সকল এলাকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি অন্যান্য দুর্নীতির সুযোগবঞ্চিত এলাকাগুলোর কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠবেন যা সার্বিক উন্নয়নকে অবশ্যই বাধাগ্রস্থ করবে। অন্যদিকে, এ সকল এলাকায় দুর্নীতির সম্ভাব্য সুযোগ সৃষ্টি সমাজের, প্রশাসনের প্রতিটা সদস্য সদস্যার মধ্যে পারস্পারিক সহমর্মিতা ও মানসিক শান্তির পরিবেশ তৈরী করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে দুর্নীতির ভূমিকা

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দুর্নীতির অবদানমূলক ভূমিকা হান্টিংটনের লেখায় উল্লেখিত হয়েছে।[১৩] দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কিত অবুইভা'র ব্যাখ্যাও এ প্রসঙ্গে

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

প্রণিধানযোগ্য। দুর্নীতি বিনিয়োগের মাত্রাবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৃদ্ধি ঘটায়। উদ্যোক্তারা সবসময় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বিনিয়োগ করেন। অব্রের মতে এ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেক বেশী।[১৫] দুর্নীতি এ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কমাতে পারে। বিনিয়োগের সংশ্লিষ্ট এলাকায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর ভবিষ্যত বাজার, চাহিদা ও সম্ভাবনার অগ্রিম ইঙ্গিত দিয়ে আমলাতন্ত্র বিনিয়োগকারীদের উৎসাহে মাত্রাবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। দুর্নীতি এক্ষেত্রে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় চাহিদার ক্ষেত্রগুলো পূর্বেই চিহ্নিত করে উদ্যোক্তাদেরকে সেক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী করতে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে, এবং এভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিতে মাত্রা যোগ করতে পারে।

দুর্নীতি আমলাতান্ত্রিক সংহতি বৃদ্ধি করে

যে কোন সরকারের গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়নে আমলাদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমলাতন্ত্রের ভূমিকার সফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করে আমলাতান্ত্রিক সংহতির ওপর। দুর্নীতির বৃদ্ধি আমলাতান্ত্রিক সংহতি গড়ে ওঠা ও জোরদার হওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি আবার রাজনৈতিক দুর্নীতির সাথে জড়িত। রাজনৈতিক দুর্নীতি নিঃসন্দেহে সামাজিক দুর্নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এভাবে দুর্নীতি সকল এলাকার দুর্নীতিবাজদের মধ্যে অবৈধ লেনদেনের মধ্য দিয়ে পারস্পারিক সহমর্মিতা গড়ে তোলে যা আন্ত-অভিজন দ্বন্দ্ব (inter-elite conflict) হ্রাস করে এবং দুর্নীতিপরায়ন অভিজনশ্রেণীর মধ্যে সংহতি জোরদার করতে ভূমিকা নেয়। আমলাতান্ত্রিক সংহতির অভাবে সরকারী নীতিমালা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য। দুর্নীতি এ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা কমিয়ে দিচ্ছে এবং আমলাতন্ত্রের সদস্যদের মাঝে সংহতি গড়ে তুলছে। না বললেও চলে যে, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক এলাকাসমূহে দুর্নীতির প্রভাবে ভিন্নভাবে গড়ে ওঠা সংহতি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় সংহতিকে জোরালো করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

দুর্নীতি কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটায়

দুর্নীতিকারীরা দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ ফেলে রাখে না। অনেকক্ষেত্রেই এ অর্থকে আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য এরা নূতনভাবে বিনিয়োগ করেন। আবার অনেকক্ষেত্রে নিজেদের দুর্নীতি ঢাকবার জন্যও দুর্নীতিবাজ প্রশাসকদেরকে অন্যক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক উপার্জনের উৎস তৈরী করতে দেখা যায়। ফলে দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থে গড়ে ওঠে শিল্প, কল কারখানা ইত্যাদি। এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে অনেক বেকারের। এভাবে উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম প্রকট সমস্যা বেকার সমস্যা লঘুকরণে দুর্নীতি পরোক্ষভাবে হলেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে দুর্নীতির অবদান

ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন অনেক উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের পথে বিরাট অন্তরায়। উন্নয়নশীল দেশের

সরকারসমূহ, বিশেষ করে সামরিক সরকারসমূহ নির্বাচনী দুর্নীতি চর্চার মধ্য দিয়ে অধিককাল ক্ষমতায় থাকার উদ্যোগ নেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ উদ্যোগে তারা সফলতা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। সামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপে সাধারণ নির্বাচন দেন এবং এ ধরনের নির্বাচনে দুর্নীতির (সন্ত্রাস, পেশী শক্তির ব্যবহার, আমলাতন্ত্রের সহায়তা ইত্যাদি) আশ্রয় গ্রহণ করে বিজয়ের ব্যবস্থা করেন। ফলে ক্ষমতা কাঠামোতে সরকারের পরিবর্তন বিলম্বিত হয়। এভাবে কৃত্রিম ও সাময়িক হলেও দুর্নীতির মধ্য দিয়ে এক ধরণের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গড়ে ওঠে।

উর্ধ্বতন-অধঃস্তন সম্পর্কের ভালো দিক

উর্ধ্বতন-অধঃস্তন সম্পর্ক (patron-client relation) দুর্নীতির চর্চাকে সহজ করে দেয়। এ সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক সমাজবিজ্ঞানীই আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উলফ, জামান, বেইলী, চেঙ্গ, কুরভেটারিস ও ডোবরাজ এবং স্কটের নাম উল্লেখ করা যায়।[১৬] আধুনিক সংগঠনে, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রে এ সম্পর্কের কার্যকারিতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমার নিজের গবেষণা কাজটিও প্রণিধানযোগ্য। এ সম্পর্কের মাধ্যমে উর্ধ্বতনেরা অধঃস্তনদেরকে দিয়ে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে অন্যায় ও এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে কাজ করিয়ে নেন। অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন, একজন ব্যাংক ম্যানেজার পিওনকে দিয়ে তাঁর বাড়ীর বাজার করাচ্ছেন, অথবা জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর অফিসের মালী বা পিওনকে দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত গাভীর পরিচর্যা করাচ্ছেন, ইত্যাদি। এ সম্পর্কের অপকারিতার ওপরে অনেকেই আলোকপাত করেছেন যার কিছু নমুনা ওপরে উল্লেখ করেছি। এতে চাকরি নীতিমালার (service rule) অমর্যাদা করা হয়, নিম্নতন কর্মচারীদের স্বাধীনতা থাকে না ইত্যাদি অনেক যুক্তিই এঁরা দিয়েছেন। কিন্তু এ দুর্নীতির কিছু ভালো দিকও রয়েছে। যেমন, উর্ধ্বতনদের সাথে এরকম সম্পর্কের ফলে নিম্নতনদের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। এতে দুর্নীতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও নিম্নতনদের মন থেকে ভীতি ও সংকোচ দূর হয় এবং নিম্নতনেরা এক ধরনের নিরাপত্তা অনুভব করেন। যে উর্ধ্বতনের আদেশে এরা এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে অন্যায় কাজ করে যান, বিপদাপদ হলে তিনি রক্ষা করবেন, এরকম একটা ধারনা (যদিও অধিকাংশক্ষেত্রে ভ্রান্ত) প্রবল থাকার কারণে নিম্নতনেরা মানসিক শান্তিতে কাজ করে যেতে পারেন। এ ধরনের মানসিক শান্তি কোন সংগঠনের কর্মচারীদের কাছ থেকে অধিক সেবা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। এছাড়া রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়ও প্রভু অধঃস্তন সম্পর্ক পরোক্ষভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

দুর্নীতি কল্যাণমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি করে

দুর্নীর্তির ফলে সমাজসেবামূলক ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। দুর্নীর্তিকারীরা অসৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থের কল্যাণমূলক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক চেহারাটা ঢেকে রাখতে প্রয়াস পান। তাছাড়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও দুর্নীতিবাজরা মানসিক অশান্তিতে থাকেন। দুর্নীতিকর্মের অন্যায় থেকে পরিত্রাণ পেতে এরা দান খয়রাত করেন এবং অনেকক্ষেত্রে সমাজকল্যাণমূলক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বড় অংকের চাঁদা দিয়ে মানসিক শান্তি খোঁজেন। ফলে, দুর্নীতির কারণে অনেকক্ষেত্রে সমাজ সেবামূলক ও কল্যাণমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

দুর্নীতি কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যবহার সুন্দর করে

দুর্নীতি কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যবহার মার্জিত ও পরিশীলিত করে। দুর্নীতিতে জড়িত পার্টির কাছ থেকে অবৈধ অর্থ আদায়ের পরিবেশ তৈরী করার জন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে সংশ্লিষ্ট পার্টির সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হয়। তা ছাড়া ঘুষের বিনিময়ে কোন কাজ করে দেবার জন্য একাধিক কর্মকর্তা কর্মচারীর ভেতরে অনেকক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চলে। ফলে কর্মকর্তা কর্মচারীরা আকর্ষণীয় ব্যক্তির ও সুন্দর ব্যবহারের প্রতিযোগিতা করে পার্টির আস্থা অর্জন করতে প্রয়াস দান। এভাবে দেখা যায় যে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীদের সুন্দর ব্যবহারের পেছনে দুর্নীতির একটা ইতিবাচক ভূমিকা থাকে।

স্বজনপ্রীতির ভালো দিক

উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রশাসনে স্বজনপ্রীতির চর্চা কোন নূতন ব্যাপার নয়। এ দেশগুলোর প্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি,বদলী প্রভৃতিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বন্টনের ক্ষেত্রেও স্বজনপ্রীতির ব্যবহার লক্ষিত হয়। উর্ধ্বতনদের প্রতি অধঃস্তনদের আনুগত্য কোন সংগঠনের সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। স্বজনপ্রীতি কর্মকর্তা কর্মচারীদের এবং আনুগত্য বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে সুযোগ লাভকারী ব্যক্তি সুযোগদাতা ব্যক্তির প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার পরিবর্তে সবসময় অনুগত থাকেন। তাছাড়া এ প্রক্রিয়ায় সুযোগদাতা এবং সুযোগ লাভকারীর মধ্যে একটা সুন্দর সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা এদের নির্দিষ্ট কর্মতৎপরতায় সাবলীলতা আনে।

বাংলাদেশে দুর্নীতির নেতিবাচক ভূমিকা

দুর্নীতি গবেষকদের প্রায় সকলেই দুর্নীতির অকল্যাণকর দিকগুলোর ওপরে আলোকপাত করেছেন এবং দুর্নীতির ক্ষতিকারক দিকগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। নিম্নে আমি বাংলাদেশের দুর্নীতির উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক দিকসমূহ তুলে ধরবো।

দুর্নীতিজড়িতদের নৈতিক মনোবল হ্রাস পায়

দুর্নীতিজড়িত ব্যক্তিগণ সাময়িকভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ অর্থোপার্জনের মধ্য দিয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করেন ঠিকই, কিন্তু এর ফলে এদের প্রায় সকলেরই নৈতিক মনোবল হ্রাস পায়। ফলে মানসিকভাবে এরা দুর্বলতায় ভোগেন। সেজন্যে, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দুর্নীতি প্রতিরোধে এরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন না। একধরণের অপরাধবোধ, ও ভীতি নিজেদের মধ্যে সক্রিয় থাকার কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধের পরিবর্তে দুর্নীতির সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালনেই এরা অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন।

দুর্নীতি সামাজিক নৈরাজ্য প্রশস্ত করে

দুর্নীতি ক্যান্সারের মত ভয়াবহ সমাজরোগ। এক সরকারী বিভাগ বা এলাকায় দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে না পারলে অন্য সরকারী বিভাগ বা এলাকায় এর সংক্রমণ ঘটতে বাধ্য। এভাবে এক সময়

সমগ্র সমাজ দুর্নীতি কবলিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন, ১৯৫০, ১৯৬০ এমনকি ১৯৭০ এর দশকের প্রথমদিকেও শিক্ষা ও বিচার বিভাগে উল্লেখযোগ্য হারে দুর্নীতির সংক্রমণ ছিল না। কিন্তু অন্যান্য এলাকায় (বিশেষ করে, রাজনীতি, প্রশাসন ইত্যাদি) দুর্নীতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে সম্প্রতি শিক্ষা, বিচার প্রভৃতি বিভাগসহ সমাজের সকল স্তর দুর্নীতিকবলিত হয়ে পড়ছে। দুর্নীতি মাধ্যমে বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করাও এখন অর বিচিত্র কিছু না।[১৯] দুর্নীতির ধর্মই এরকম। দুর্নীতিকে কঠোর হাতে দমন না করতে পারলে এর বিস্তার ঘটে সমাজের সকল শিরা উপশিরায় এবং এভাবে সৃষ্টি হয় সামাজিক নৈরাজ্য।

সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে দুর্নীতি বাধা সৃষ্টি করে

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনা সবসময় নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনা। সরকারী পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে দুর্নীতি অন্যতম। উন্নয়ন কার্যক্রমে বরাদ্দ অর্থের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির চাহিদা পুরণে ব্যয়িত হয়। তাছাড়া, উৎপাদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও দুর্নীতি প্রতিবন্ধক হিসেবে ভূমিকা রাখে। শিল্প কারখানার প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হয় দুর্নীতির কারণে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, সীমান্ত দুর্নীতি, বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতের সাথে চোরাচালান টেক্সটাইল শিল্পের বিকাশকে ব্যাহত করছে। চোরাপথে দুর্নীতিবাজরা ভারতীয় কাপড় নিয়ে আসার ফলে দেশী কাপড়ের বাজার নষ্ট হচ্ছে ফলে অগ্রসর হতে পারছেনা দেশীয় শিল্প।[২০] এ প্রক্রিয়ায় স্বদেশী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এভাবে দুর্নীতি সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে বাধার সৃষ্টি করছে।

দুর্নীতি প্রশাসনিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে

প্রশাসনিক দুর্নীতি সহজ সরল গ্রামবাসীকে প্রশাসন বিমুখ করে তোলে যা প্রশাসনে গণঅংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের সরকারী লক্ষ্যকে ব্যাহত করে। তাছাড়া প্রশাসনের অভ্যন্তরে প্রচলিত দুর্নীতি প্রশাসনে অযোগ্য কর্মকর্তা কর্মচারীর সমাবেশ ঘটায়। উদাহরণ হিসাবে প্রশাসনিক পদগুলোতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলীর ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নিয়োগ ও পদোন্নতিতে দুর্নীতির ফলে উচ্চপদস্থ সরকারী পদগুলোতে অযোগ্য ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটে। এতে একদিকে যেমন দেখা দেয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা, অন্যদিকে এ রকম নিয়োগ ও পদোন্নতি তুলনামূলকভাবে অধিকতর যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ঘুষ প্রদানকারীদের সাথে তুলনামূলকভাবে ভাল ব্যবহার করেন। এতে সার্বিকভাবে প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতা হ্রাস পায়। দুর্নীতি এ সকল প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক অঙ্গনে সার্বিকভাবে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে।

দুর্নীতি জীবননাশের কারণ হতে পারে

অনেক দুর্নীতিকারী ''জীবন বাঁচাবার জন্য দুর্নীতি করছি'' বলে নিজের দুর্নীতিকর্মের অপরাধকে হালকা করে দেখাবার প্রয়াস পান। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে দুর্নীতির চর্চাই জীবননাশের কারণ হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিজনিত কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বলা যেতে পারে।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত এবং বন্যা কবলিত অসহায় মানুষের রিলিফ সামগ্রী নিয়ে এদেশে কম দুর্নীতি হয়নি। দুর্নীতি হয়েছে শিশুখাদ্যে এবং জীবনরক্ষাকারী ওষুধের মত প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে ভেজাল মিশিয়ে। না বললেও চলে যে, এ সকল দুর্নীতি অসংখ্য জীবনের অবসান ঘটিয়েছে। উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে, আমেরিকার দেয়া খাদ্য সাহায্যের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ পৌঁছেছে সে সকল গ্রামীণ দরিদ্রের হাতে যাদের এ সাহায্য খুবই প্রয়োজন। বাকী শতকরা ৯০ ভাগ সাহায্য শহর এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে।[২১]

দুর্নীতি নির্মাণ কাজের স্থায়িত্ব কমিয়ে দেয়

দুর্নীতির ফলে তৈরী দালানকোঠা, রাস্তা, সেতু ইত্যাদি সহ যে কোন নির্মাণকাজের স্থায়িত্ব কমে যায়। অসৎ ঠিকাদারেরা নির্মাণ সামগ্রীর উপাদানের পরিমাণে কারচুপি ঘটিয়ে নিজেরা লাভবান হওয়ার প্রয়াস পান। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে ইটের গাঁথুনিকাজে সিমেন্ট ও বালির অনুপাত ১ ঃ ৬ দেয়ার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ১ ঃ ১০ বা তারও বেশী দেয়া হয়। একইভাবে এক নম্বর ইট ব্যবহার করার কথা থাকলে দুই নম্বর ইটের ব্যবহার, ঢালাইকাজে যে পরিমাণ লোহার শিক ব্যবহার করার কথা তার চেয়ে কম ব্যবহার করা ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। অসৎ ঠিকাদারেরা নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য এ জাতীয় কাজ করেন এবং ঘুষের মাধ্যমে তদন্তকারী কর্মকর্তার রিপোর্ট নিজেদের কাজের অনুকূলে করিয়ে নেন। ঠিকাদরী ব্যবসায় দুর্নীতির এটা একটা বহুল প্রচলিত ভঙ্গিমা। সঙ্গত কারণেই এ রকম নির্মাণ কাজ কাংখিত স্থায়িত্ব দিতে পারেনা এবং সাথে সাথে জাতীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দুর্নীতি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা সৃষ্টির পথে অন্তরায়

রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে। পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার পথে বাধা হিসাবে কাজ করে। প্রশাসনিক পদে নিয়োগ, পদোন্নতি থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির চর্চা দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে কমবেশী প্রচলিত। বাংলাদেশী সমাজের প্রতিটি অঙ্গনেই স্বজনপ্রীতির চর্চা লক্ষ্যণীয়। স্বজনপ্রীতি এখানে শুধু আত্মীয়তা নির্ভর নয়। আঞ্চলিকতা, ধর্ম, জেলাপ্রীতির (একই জেলায় বসবাসকারী অধিবাসীদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব) সূত্র ধরেও এখানে স্বজনপ্রীতির চর্চা লক্ষ্যণীয়।[২২] প্রশাসন, রাজনীতি, শিক্ষাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অযোগ্যদেরকে বিশেষ সুযোগ দেয়া হলে প্রতিযোগিতার মেজাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে তুলনামূলকভাবে যোগ্য প্রতিযোগীদের উদ্যম ব্যাহত হয়ে তাদের মধ্যে দেখা দেয় হতাশা যা যে কোন সংগঠনের সুষ্ঠু পরিচালনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্নীতি মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করে

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে ধর্ম একটা বিরাট শক্তি হিসাবে কাজ করে। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ধার্মিকতা ও ধর্মচর্চার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার অধিবাসীদের চেয়ে বেশী। দুর্নীতিকে কোন ধর্মই নৈতিকভাবে সমর্থন দেয়না। ফলে, ধর্মবিশ্বাসী দুর্নীতিকারীরা মানসিক অশান্তিতে ভোগেন। বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৮৫ জনের ধর্ম ইসলাম। এ

ধর্মে দুর্নীতিকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং পবিত্র কোরানে দুর্নীতিবাজদের কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে সব সময় সৎ উপার্জনের ওপরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, অসৎ উপার্জনকারীদের কোন ইবাদাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবেনা। অন্যান্য ধর্মেও দুর্নীতিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। দুর্নীতিকারীদের একটা বড় অংশ ধর্মবিশ্বাসের কারণে সব সময় মানসিক অস্বস্তিতে ভোগেন। কাজেই দুর্নীতি সাময়িক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ আনলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এ সমাজরোগ সংশ্লিষ্টদেরকে মনস্তাত্বিকভাবে ভেতরে ভেতরে দূর্বল করে তোলে। ফলে, এতে দুর্নীতিবাজদের কর্মস্পৃহা ও উদ্যম হ্রাস পায় যা সার্বিকভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমকে বিঘ্নিত করে।

সামাজিক দুর্নীতি সৃষ্টি করে ভীতির পরিবেশ

হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি, রাহাজানি, নারী অপহরণ, ধর্ষণ, ছিনতাই ইত্যাদি সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকার নিত্তনৈমিত্তিক খবর। সংবাদপত্রের হিসাব অনুযায়ী (উল্লেখ করা প্রয়োজন সে সব খবর সংবাদপত্রে আসেনা) শুধুমাত্র, রাজধানীতেই বছরে প্রায় ৩৬৫০ টি ছোটবড় ছিনতাই সংঘটিত হয়।[২৫] এ সকল সামাজিক দুর্নীতি সমাজে অরাজকতা ও ভীতিময় পরিবেশ তৈরী করে। ফলে, যুগপৎ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যহত হয়।

ব্যক্তির সাময়িক উন্নতি ঘটালেও দুর্নীতি সমাজ ও দেশের ক্ষতি করে

বিনিয়োগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে দুর্নীতি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে বলে যে দাবী করা হয় তা আমাদের দেশের জন্য সঠিক নয়। ছোট ছোট দুর্নীতিকারীরা বিনিয়োগের কথা চিন্তা করে না। এরা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ ও বিলাসিতাকে ধরে রাখেন এবং বাড়িয়ে তোলেন। বড় বড় দুর্নীতিকারীর (যাদের শিল্পখাতে বিনিয়োগ করার কথা) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা উদ্ভাবিত অনিরাপত্তাজনিত কারণে স্বদেশে বিনিয়োগ করার পরিবর্তে সঞ্চিত অর্থ অসৎ উপায়ে বিদেশী ব্যাংকে জমানো বেশী নিরাপদ মনে করছেন। অতি সাম্প্রতিককালে এ প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং ইতিমধ্যেই আমাদের কেউ কেউ এ প্রক্রিয়ায় ২০০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।[২৬] কাজেই, দুর্নীতি কিছু দুর্নীতিকারীর উচ্চাভিলাষ পূরণে ভূমিকা রাখলেও সার্বিকভাবে দেশ ও জাতির অমঙ্গল করছে।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন

দুর্নীতির সংশোধনবাদীরা দুর্নীতি উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে বলে যে মত দিয়েছেন তাঁরা আজ নূতন ভাবে সমালোচিত হচ্ছেন। অনেক আগেই এ মতামত যথাযথ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে টিলম্যান এ শ্রেণীর গবেষণা মতামতকে অগভীর গবেষণা, বেপরোয়া মূল্যায়ন এবং শিথিলভাবে গ্রন্থিত ষড়যন্ত্র বলে সমালোচনা করেছেন।[২৭] সিঙ্গাপুরের শ্রম ও বিদেশমন্ত্রী এস, রাজারত্নাম দুর্নীতির এ সকল সংশোধনবাদীদের প্রচেষ্টাকে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভাবিত এশিয়া ও আফ্রিকার পশ্চাতপদতাকে চিরন্তন করার

নূতন কৌশল হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের অংশ বিশেষ সুপ্রণিধানযোগ্যতার কারণে এখানে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বলেন ঃ

I think it is monstrous for these well-intentioned and largely misguided scholars to suggest corruption as a practical and efficient instrument for rapid development in Asia and Africa. Once upon a time, Westerners tried to subjugate Asia.... by selling opium the current defense of kleptocracry is a new kind of opium by some Western intellectuals, devised to perpetuate Asian backwardness and degradation. I think the only people... pleased with the contributions of these scholars are the Asian kleptocrats.[28] বাংলাদেশে সংখ্যায় অতি অল্প হলেও যারা দুর্নীতির সংশোধনবাদীদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেন, তারা এদেশের দুর্নীতিকারীদেরই একাংশ, এবং এদের এ কাজ করার উদ্দেশ্য নিজেদের দুর্নীতিকর্ম ঢাকা দেয়ার অপচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

বাংলাদেশের দুর্নীতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ অনুসন্ধানের পর বলা যায় যে, দুর্নীতি এদেশের উন্নয়নেরর জন্য মোটেও সহায়ক নয়। এখনে দুর্নীতির উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে এবং তা ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতি পরিকল্পিত উন্নয়নের ভিত ভেঙ্গে দিচ্ছে এবং সমাজিক অসাম্য ও নৈরাজ্য সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। দুর্নীতি উচ্চপদস্থ (সামরিক ও বেসামরিক) আমলাতন্ত্রের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দের নিশ্চয়তা বিধান করছে, কিন্তু আপামর জনসাধারনের প্রতি এ শ্রেণীর দায়িত্বশীলতা ও সেবাকে করে তুলেছে কৃত্রিম ও বিকৃত। দুর্নীতি সংক্রামক হলেও সমাজ ও প্রশাসনের সকল শাখায় দুর্নীতি চর্চার সমান সুযোগ না থাকার কারণে দুর্নীতি শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ বিভাগ বা শাখার বিশেষ বিশেষ পদাসীনদের উচ্চাভিলাষ পূরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। ফলে, সমাজের সদস্যদের মধ্যে সার্বিকভাবে অসাম্য, মানসিক অশান্তি ও হতাশার জন্ম ও বিস্তার ঘটেছে। স্বজনপ্রীতি, উর্ধ্বতন-অধঃস্তন সম্পর্ক, প্রভৃতি ভঙ্গিমায় চর্চিত দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকা থাকলেও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মেজাজ তৈরীর প্রক্রিয়া এতে বিঘ্নিত হচ্ছে। তাছাড়া এ সকল অবৈধ উপায় চাকরিপ্রাপ্তদের কাংখিত যোগ্যতা বা নৈতিক মনোবল কোনটাই থাকছেনা। দুর্নীতি বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে এ ধারণাও বাংলাদেশের জন্য সঠিক নয়। কারণ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাজনিত কারণে বড় বড় দুর্নীতিকারীরা সম্প্রতি স্বদেশে বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহনের চেয়ে বিদেশী ব্যাংকে টাকা জমানোকেই বেশী পছন্দ করছেন। দুর্নীতিবাজরা ব্যক্তিগত চাহিদার তুলনায় অধিক উপার্জন করলেও, এদের একটা বড় অংশ ধর্মবিশ্বাসের কারণে সব সময় মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন। রাজনৈতিক দুর্নীতি যেমন, সরকারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, নির্বাচনী দুর্নীতি ইত্যাদি সরকারের প্রতি জনগনের আস্থা কমিয়ে দিয়েছে, ফলে সরকারী কর্মসূচীতে গণঅংশগ্রহণ হচ্ছে বিঘ্নিত। এ ভাবে দেখা যায় যে, দুর্নীতির অকল্যাণকর ভূমিকা সহজেই এর কল্যাণকর ভূমিকাকে অতিক্রম করে। সেজন্য দুর্নীতিকে আজ বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতীয় গবেষকরা দুর্নীতিকে যথার্থই বহুমুখী দৈত্যের (multi-faced monster) সাথে তুলনা করে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোন বিকল্প নেই বলে অভিমত দিয়েছেন। বাংলাদেশের

স্বাধীনতাত্তোরকালের প্রতিটি সরকারই দুর্নীতি প্রতিরোধে সফলতা না পেলেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করতে কার্পণ্য করেননি।

উপসংহার

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দুর্নীতির সংশোধনবাদী এবং তাঁদের এ দেশীয় সমর্থকদের (যদিও এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং তারা দুর্নীতিকারীদেরই একাংশে সীমাবদ্ধ) বক্তব্য মোটেও সঠিক নয়। উন্নয়নে সহায়তা করার পরিবর্তে দুর্নীতি এখানে উন্নয়ন কার্যক্রমকে বিঘ্নিত ও বিলম্বিত করছে। সমাজের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষ করে প্রশাসন ও রাজনীতিতে এ সমাজব্যাধির সংক্রমণ ও প্রতিষ্ঠা সৃষ্টি করেছে এক সামাজিক নৈরাজ্য। দেশের উন্নয়নকে নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করতে হলে দুর্নীতি প্রতিরোধের কোন বিকল্প নেই। মুখে মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে কাজকর্মে দুর্নীতি চর্চার পরিবেশ তৈরী করে দিলে যে দুর্নীতি আরো বাড়বে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোরকালে বেসামরিক ও সামরিক শাসনামলে প্রমাণিত হয়েছে। সেজন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে মৌখিক জিহাদ ঘোষণা না করে, দুর্নীতির সংশোধনবাদীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্যে বিভ্রান্ত না হয়ে, সাম্প্রতিক বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা দুর্নীতিকে কিভাবে সীমিত করা যায় সে ব্যাপারে দেশ ও জাতির কল্যাণকামী সকলের চিন্তাভাবনা করা দরকার।

তথ্য সংকেত

১। দুর্নীতি প্রতিরোধ প্রচেষ্টার জন্য দেখুন, Robert Klitgaard, Controlling Corruption (Berkeley : University of Colifornia Press, 1988) ; John B. Monteiro, Corruption : Control of Maladministration (Bombay : P.C. Manaktala And Sons Pvt. ltd., 1966) ; Robert Klitgaard, "Managing the Fight Against Corruption : A Case Study," Public Administration and Development, 44 (1) 1984, পৃষ্ঠা 77 - 98 ; R.B. Jain, "Fighting Political Corruption : The Indian Experience." The Indian Political Science Review, 17 (132) 1989, পৃষ্ঠা -215-28. B Peter Pashigian, "On the Control of Crime and Bribery." The Journal of Legal Studies 4 (2) 1975 পৃষ্ঠা 311-26 ; C.J. Davies, "Controlling Administrative Corruption," Planning and Administration 14 (2) 1987, পৃষ্ঠা 62-66.

২। দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকার জন্য দেখুন, Michael Beenstock, "Corruption and Development," World Development 7(1) 1979 পৃষ্ঠা 15-22. Gabriel Ben-dor, "Corruption, Institutization, And Political Development : The Revisionist Thesis Revisited," Comparative Political Studies 7 (1) 1974 পৃষ্ঠা 63-87. Charles A. Schwartz," Corruption and Political Development in the U.S.S.R., " Comparative Politics, 11 (4) 1979 পৃষ্ঠা 425-43. John Waterbury, "Corruption, Political Stability and Development : Comparative Evidence From Egypt and Morocco," Government and Opposition, 11 Autumn 1979 পৃষ্ঠা 426-45. Robert O. Tilman, Emergence of Black-Market Bureaucracy : Administration, Development, and Corruption in the New States," Public Administration Review, 27(5) 1968 পৃষ্ঠা 437-44. Samuel P. Huntington," Modernization and Corruption," সন্নিবেশিত হয়েছে, Political order in Chaniel H. Leff," Economic Development through Bureaucratic Corruption," American Behavioral Scientist, 8(3) 1964 পৃষ্ঠা 8-14 ; Jose Veloso Abueva, "The Contribution of Nepotism, Spoils, and Graft to Political Development, " East - West Center Review, 3(3) 1966 পৃষ্ঠা 45-59 ; J.S. Nye, "Corruption and Political Development : A Cost-Benefit Analysis," American Political Science Review, 90(2) 1967, পৃষ্ঠা 417-27 ; David Bayley, "The Effects of Corruption in a Development Nation," Western Political Quarterly, 19(4) 1966 পৃষ্ঠা 726-30.

৩। J.S.Nye, "Corruption and Political Development : A Cost-Benefit Analysis," প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা 419.

৪। এ সংজ্ঞাটির ওপরে গুরুত্বারোপকারী দুর্নীতি গবেষক এবং তাঁদের কাজগুলির জন্য দেখুন, Kated Gillespie & Gwenn Okruwik, "Cleaning up Corruption in the Middle East, "The Middle East Journal, 42 (1) 1988, পৃষ্ঠা 59 ; Michael Johnston, Political Corruption and Public Policy in America (Colifornia : Brooks/ Cole Publishing Company, 1982) পৃষ্ঠা -8.

৫। Tevfik F. Nas এবং তাঁর সহযোগীবৃন্দ, "A Policy-Oriented Theory of Corruption, "American Political Science Review, 80(1) 1986 পৃষ্ঠা 108.

৬। Michael Johnston, "The Political Consequences of Corruption, "Comparative Politics, 18(4) 1986 পৃষ্ঠা 460.

৭। ঐ, পৃষ্ঠা 460.

৮। দেখুন, "Report of the Committee on Prevention of Corruption, "Comparative Politics, 18(4) 1986 পৃষ্ঠা 5.

৯। উদাহরণ হিসাবে দেখুন, Muhammad Yeahia Akhter, "Styles of Administrative Corruption : The case of a Bangladeshi Organization" ; Politics, Administration and Change, 7(1) 1987 পৃষ্ঠা 61-76.

১০। প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, David H. Bayley, "The Effects of Corruption in a Developing Nation," প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – 728.

১১। J.S. Nye, "Corruption and Political Development : A Cost-Benefit Analysis," প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - 417-27.

১২। প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, Nathaniel H. Left, Economic Development Through Bureaucratic Corruption in Sub-Saharan Africa : Toward a Search for causes and consequences (Washington D.C : University Press of America Inc., 1979) পৃষ্ঠা 331.

১৩। দেখুন, Monday U. Ekpo সম্পাদিত, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা 308

১৪। Jose Abueva, "The Contribution of Nepotism, Spoils, and Graft to Political Development," East-West Center Review, 111, 1966, পৃষ্ঠা - 45-54, উল্লেখিত হয়েছে, Monday U. Ekpo সম্পাদিত, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা 308.

১৫। H.C. Aubery, "Investment Decisions in Underdeveloped Countries," সন্নিবেশিত হয়েছে, Capital Formation and Economic Growth (Princeton : National Bureau of Economic Research, 1955) পৃষ্ঠা 404-15.

১৬। দেখুন, Eric R. Wolf, The Social Anthropology of Complex Societies (cambridge : University Press, 1966) ; M. Q. Zaman, "Patron-Client Relations : The Dynamics of Political Action," Asian Profile, 11(6) 1983. পৃষ্ঠা -604-16 ; C.A. Bayley," Patrons and Politics in Northern India," Modern Asian Studies, 7(3)1973, পৃষ্ঠা - 349-88. Peter P. Cheng, "Political Clientelism in Japan." Asian Survey, 28(4) 1988, পৃষ্ঠা ৪৭১-৮৩ ; George : "A Three Paradigm Approach to Political Clientelism," East European Quarterly, 18(1) 1984, পৃষ্ঠা -35-59 ; James C. Scott," Patron-Client Politics and Political change," Uphoff & Illchman সম্পাদিত, The Political Economy of Development (Berkeley and Los Angles : University of Colifornia Press, 1972).

১৭। মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার, "সংগঠনের পদসোপানী কাঠামোতে প্রভু-অধস্থন সম্পর্ক : একটি বাংলাদেশী নমুনা, লোক, ১(১) ১৯৮৫ পৃষ্ঠা – ২৩–৪২।

১৮। প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, Simcha B. Werner, "New Directions in the study of Administrative Corruption," Public Administration Review, 43(2)1983, পৃষ্ঠা ১৪৮.

১৯। দুর্নীতির মাধ্যমে ১৯৮৮ সালের এস, এস, সি, পরীক্ষায় এবং একই বছরের এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় দশম স্থান অর্জন সম্পর্কিত তথ্যের জন্য দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই অক্টোবর, ১৯৮৯।

২০। সীমান্ত চোরাচালানের খুব কমই সীমান্ত রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে। শুধুমাত্র ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ রাইফেলস্ কর্তৃক আটককৃত বাইরে থেকে দেশের অভ্যন্তরে আসা (incoming) বিভিন্ন পণ্যের মূল্য ছিল মোট ১০৯,২৪,২০,৭১২ টাকা, অপরপক্ষে দেশ থেকে বাইরে যাওয়া (outgoing) বিভিন্ন পণ্যের মূল্য ছিল মোট ১৪,০০,৩১,৫৩৫ টাকা। দেখুন, আবদুল মুহিত খান, বাংলাদেশে চোরাচালান ও চোরাচালান নিরোধে বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর ভূমিকা, দৈনিক সংবাদ, ৩রা মার্চ, ১৯৯০।

২১। F. Mchenry, "Food Bungle in Bangladesh," Foreign Policy, 27 summer 1977, পৃষ্ঠা - 72-88.

২২। প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, M. Anisuzzaman, "Administrative Culture in Bangladesh : The Public Bureaucrat Phenomenon," Politics, Administration and Change, 10 1 (1), 1985 পৃষ্ঠা 18-31.

২৩। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শুধুমাত্র নির্বাচনের দিন (৭ই মে) ১৫ জন নিহত এবং ৭৫০ জন আহত হন। দেখুন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ই মে, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ২০। ১৯৮৯ সালে ভারতের তিনদিন ব্যাপী লোকসভা

নির্বাচনের নির্বাচনী সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ১৫৩ জন। দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ শে নভেম্বর, ১৯৮৯। ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের ৯টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে নিহতের সংখ্যা ৮২জন। দেখুন, দৈনিক সংবাদ, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০।

২৪। জিয়ার আমলের ২৬টি সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য দেখুন, Azizul Haque, "Bangladesh in 1980 : Strains and stresses - Opposition in the Doldrums," Asian Survey, 21(2) 1981, পৃষ্ঠা 192.

২৫। দেখুন, ইশতিয়াক আহমেদ, অর্ধ ছিনতাই সমাচার, অগ্রপথিক, ৩রা আগষ্ট, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১২।

২৬। দেখুন, দৈনিক সংবাদ, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯।

২৭। R.O. Tilman, "Emergency of Black Market Bureaucracy : Administration, Development and corruption in the New States," Public Administration Review, 28(5) 1968, পৃষ্ঠা 437 - 44.

২৮। উল্লেখিত হয়েছে, Simcha B. Werner "New Directions in the Study of Administrative Corruption," প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -148.

২৯। দেখুন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা -149.